শ্রেষ্ঠমানব

[রাসুল ﷺ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী]

শায়খ মুহাম্মাদ হারুন আজহারি

শ্রেষ্ঠমানব

[রাসুল ﷺ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী]

শায়খ মুহাম্মাদ হারুন আজহারি রাহ.
সাবেক প্রধান বিচারপতি, সুদান
মহাপরিদর্শক, ধর্ম মন্ত্রণালয়, মিসর

অনুবাদক : **মোহাম্মাদ আবু জাবের আজহারি**

সম্পাদনা : করজে হাসানা টিম

কালান্তর প্রকাশনী

তৃতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০২২
প্রথম প্রকাশ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

© : করজে হাসানা গ্রুপ

মূল্য : ৳ ১৩০, US $ 6. UK £ 4

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96143-8-8

Sreśto Manob
by **Shaikh Harun Azhari Rah.**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

আমাদের কথা

সিরাত তথা বিশ্বনবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনচরিত ইসলামি ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা সকল যুগের সকল ভাষার মুসলমানের জন্য গৌরবের বিষয়। সিরাতকে কেন্দ্র করেই মুসলিম ইতিহাসবিদগণ প্রথম ইতিহাস রচনা শুরু করেন। তাঁরপর ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী যুগের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করা হয়। এমনকি ইসলামপূর্ব যুগের ইতিহাসও সিরাতকে কেন্দ্র করেই লেখা হয়েছে। যেমন, জাহিলি আর ইসলামি যুগের পার্থক্যের মানদণ্ডই হচ্ছে রাসুলের জন্মকাল। মোটকথা, সিরাতুন নবি শুধু আরব উপদ্বীপই নয়; বরং মুসলিমবিশ্বের ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু। মুসলিম ইতিহাসবিদ ও হাদিসবেত্তাগণ যুগে যুগে সিরাত বিষয়ে অসংখ্য কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা আজও ইসলামি পাঠাগারসমূহের শোভাবর্ধন করছে।

রাসুলের জীবনচরিত সহজবোধ্য ও ব্যাপককরণের লক্ষ্যে সম্প্রতি বিভিন্ন ভাষায় সংক্ষিপ্ত সিরাত রচনার প্রচলন চালু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিশিষ্ট আজহারি আলিম শায়খ মুহাম্মাদ হারুন রাহ. (মৃত্যু ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ) *মুলাখখাসুস সিরাতিন নাবাবিয়া (সিরাতুন নববির সারাংশ)* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। লেখক অবিভক্ত সুদানের প্রধান বিচারপতি ও মিসর ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে গারবিয়া জেলার মহাপরিদর্শক ছিলেন।

গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, মাত্র ১০০ পৃষ্ঠায় নবিজীবনের ৬৩ বছরের সংক্ষিপ্ত চিত্রায়ণ করতে পারা। সনদের বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সুনিপুণ শব্দ-গাঁথুনিতে সিরাতুর রাসুলের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের উপস্থাপন, ক্ষেত্রবিশেষে বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য বর্ণনা গ্রন্থটির গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

গ্রন্থটির গুরুত্ব বিবেচনায় কয়েক বছর পূর্বে মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ গবেষণাবিভাগ 'ইসলামিক রিসার্চ একাডেমি' থেকে এটি প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়াও গত বছর *মাসিক আল আজহার*-এর ১৪৪২ হিজরি রবিউল আউয়াল সংখ্যার সঙ্গে ছাপিয়ে সারা দেশে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল।

সুদমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার অঙ্গীকার নিয়ে গঠিত অনলাইন প্লাটফর্ম 'করজে হাসানা' টিম প্রিয়নবির প্রিয় সিরাত প্রকাশের মাধ্যমে তাদের

শিক্ষাভিত্তিক কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ নিয়েছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি উল্লেখিত *মুলাখখাসুস সিরাতিন নাবাবিয়া*র বাংলা রূপ। অনুবাদ নির্মেদ ও সরল রাখা হয়েছে যেকোনো বয়সি পাঠক সানন্দে পাঠ করার সুবিধার্থে। অনুবাদ করেছেন আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবিভাষা অনুষদে এমফিল গবেষক তরুণ আলিম মাওলানা মোহাম্মাদ আবু জাবের।

সম্পাদনার ব্যাপারে কিছু কথা বলে রাখা ভালো, আমাদের সংগৃহীত আরবি পাণ্ডুলিপিতে মূল লেখকের লিখিত ভূমিকা পাইনি। তাই সিরাতগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়নি। সেই বিবেচনায় সিরাত পাঠের গুরুত্ব, উপকারিতা ও কিছু মৌলিক নীতিমালা নিয়ে একটি সারগর্ভ ভূমিকা জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি বিষয়, গ্রন্থটি একেবারে সংক্ষেপে নিরেট সিরাতের মৌলিক বিষয়গুলোর সংকলন। ফলে সিরাতের ধারাবাহিক ঘটনাক্রম বর্ণনায় কিছুটা ঘাটতি রয়ে গিয়েছিল। সেগুলোকে পূরণ করতে যেয়ে সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক কিছু সংযোজন করা হয়েছে, যেগুলো মূল বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিক। এ ছাড়াও অনেক জায়গায় পুরো শিরোনামও সংযোজন করা হয়েছে, যেগুলো নির্ভরযোগ্য দালিলিক সূত্রে বিধৃত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, গ্রন্থটি পাঠককে হতাশ করবে না।

গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পদস্খলনের গোলকধাঁধা থেকে মুক্তির রাজপথে উত্তরণের মাধ্যম হোক প্রিয়নবির সিরাত, এই কামনা করি।

করজে হাসানা গ্রুপ
karjehasana313@gmail.com
facebook.com/groups/karjehasana
facebook.com/karjehasana

সিরাত অধ্যয়ন : পূর্বকথা

‘সিরাত’ আরবি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে তা থেকে আমরা বুঝি, এটি কারোর জীবনের দিন-রাত, অবস্থাদি ও ঘটনাবলির বিবরণী। এই অর্থ বিচার করে ‘সিরাত’ শব্দের সঙ্গে ‘নবি’ শব্দটির যৌগিক অর্থ অনেকে এভাবে করে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন অবস্থাদি ও ঘটনাবলির বিবরণী। ‘সিরাতুন নবি’ বলতে অনেকে এই অর্থই করে থাকেন; অথচ এই অর্থ কোনো সাধারণ মানুষের সিরাতের ব্যাপারে মেনে নেওয়া গেলেও প্রিয় নবিজির জীবনীর ব্যাপারে এটা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, রাসুলের সিরাত হচ্ছে দীনের প্রকাশ্য রূপ। এ জন্য সিরাতুন নবিকে জানার জন্য কেবল ওইসব গ্রন্থই যথেষ্ট নয়, যা সিরাতগ্রন্থ বলে পরিচিত। এর কারণ হচ্ছে, এসব সিরাতগ্রন্থের শিরোনামে কেবল রাসুলের জন্মগ্রহণ থেকে নবুওয়াতপ্রাপ্তি পর্যন্ত সময়ে অবস্থা এবং নববি যুগের ইতিহাসই স্থান পেয়েছে। সিরাতের অন্যান্য অধ্যায় হয়তো এসব গ্রন্থে আলোচিত নয় কিংবা হলেও তা প্রাসঙ্গিকভাবে অন্য আলোচনার অধীনস্থ। ইমাম গাজালি রাহ. *ফিকহুস সিরাহ*-এর শেষের দিকে বলেছেন, ‘আপনি যখন রাসুল ﷺ-এর জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনেতিহাস পড়ে শেষ করেছেন, তখন হয়তো আপনার ধারণা হবে আপনি নবিজির জীবন অধ্যয়ন করে ফেলেছেন। এটি একটি চরম ভুল। আপনি কখনো যথাযথভাবে সিরাত অনুধাবণ করতে সক্ষম হবেন না, যতক্ষণ-না আপনি কুরআন-সুন্নাহ অধ্যায়ন করবেন। স্রেফ রাসুলের যুগে ঘটিত ঘটনা পড়লেই সিরাতের মহত্ত্ব বুঝে আসবে না। তার জন্য প্রয়োজন কুরআন-সুন্নাহর অধ্যয়ন করা এবং সে নিমিত্তে আদর্শ গ্রহণ ও আমল করে যাওয়া।’

রাসুলের সিরাতের উৎস বিচার করলে কয়েকটি উৎস আমরা দেখতে পাই :

১. কুরআনে কারিম : উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এর নিকট কেউ প্রিয় নবিজির স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘তাঁর স্বভাব-চরিত্র ছিল কুরআন’।[১] অর্থাৎ, কুরআন মোতাবিক আমল করাই ছিল তাঁর স্বভাব এবং তাঁর

[১] *মুসলিম* : ৭৪৬

চরিত্র ছিল কুরআনি চরিত্র। কুরআনই ছিল তাঁর জীবনসাধনা। তিনি ছিলেন কুরআনের বাস্তব রূপ এবং জিন্দা কুরআন। এ জন্য কুরআন নবিজির সিরাতের প্রথম ও প্রধান উৎস।

২. হাদিস শরিফ : হাদিস তো বলাই হয় নবিজির নির্দেশনাসমূহ, কাজকর্ম, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, অবস্থাদি ও ঘটনাবলি ইত্যাদিকে। এ জন্য সহিহ হাদিস হচ্ছে সিরাতে নববিয়ার বিশাল আকর বা উৎস। তাই হাদিসের এই বিশাল সম্ভারে সিরাতের কিতাবের মতো জীবনী আঙ্গিকে নয়; বরং তাতে প্রধানত নবিজির শিক্ষা, সুনান ও আদাব, চরিত্র ও নৈতিকতা, আচার-ব্যবহার, বৈশিষ্ট ও বিশেষত্ব এবং দীন কায়েমের জন্য তাঁর মোবারক মেহনতের বিবরণ ইত্যাদি বিধৃত হয়েছে। তবে সিরাতের অন্যান্য শাখা ও অধ্যায়ের বহু মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও বিক্ষিপ্তভাবে হাদিসের কিতাবসমূহে রয়েছে, যার দ্বারা অনেক সিরাত-লেখক তাঁদের রচনাবলিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

৩. সিরাতের কিতাবসমূহ : কোরআন-হাদিসের পর নবিজির সিরাত জানার তৃতীয় উৎস বলা যায় সিরাতের কিতাবসমূহকে, যেগুলো মূলত হাদিস ও সাহাবিদের 'আসার' থেকে সংকলিত।

৪. ইতিহাসের কিতাবসমূহ : নবিজির সিরাত জানার চতুর্থ উৎস হিসেবে ধরা যায় ইসলামি ইতিহাসের বইগুলো। কারণ, নবিজির সিরাত ছাড়া ইসলামি ইতিহাস কল্পনাও করা যায় না। এ জন্য ইসলামি ইতিহাসের যেকোনো বড় কিতাবের একটি মৌলিক অংশ হয়ে যায় সিরাতে নববি। তবে এ ক্ষেত্রে সাবধানতার বিষয় হচ্ছে, প্রাচ্যবিদদের বিকৃত ইতিহাস থেকে অবশ্যই সতর্ক থাকা কাম্য।

এই চারটি উৎসকে সামনে রেখে সিরাতুন নবি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, নবিজির জীবনে ও যুগে সংঘটিত সমস্ত ঘটনার বিবরণ ও ইতিহাস, তিনি যা বলেছেন, যা করেছেন এবং যা-কিছুর অনুমোদন দিয়েছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন, তার সবকিছু সিরাতের অন্তর্ভূক্ত। নবিজির জীবনচরিত, তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ, তাঁর বংশধারা, তাঁর নবুওয়াতের দলিলসমূহ এবং এগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি, তাঁর যুদ্ধ ও জিহাদ সিরাতের মৌলিক বিষয়বস্তু। এটি কোনো সাধারণ মানুষের জীবনচরিত নয়; বরং সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবি, পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মহামানব, মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ নেতার জীবনেতিহাস। একজন মুসলমানের জন্য সিরাত হলো সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভান্ডার।

সিরাত অধ্যয়নের গুরুত্ব ও উপকারিতা

এক.

সিরাত অন্তরের প্রশান্তি ও হৃদয়ের খোরাক। সিরাত অধ্যয়নের মাধ্যমে মুমিনের ইমান মজবুত হয়, নুর বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কাফিরদের নিন্দা করতে গিয়ে বলেন, 'তারা কি তাদের রাসুলকে চিনতে পারেনি যে, তাঁকে অস্বীকার করছে...!' [সূরা মুমিনুন : ৬৯]

তাই রাসুল ﷺ-এর জীবনচরিত মুমিনের ইমানি শক্তি বৃদ্ধি ও অমুসলিমের জন্য প্রেরণার পাথেয়। আরবের অনেক গোত্র শুধু তাঁর চরিত্র-আদর্শ দেখে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে।

আনাস রা. বলেন, একবার একব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে সাহায্য চাইল। তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী (উপত্যকাভরতি) মেষপাল দান করলেন। (এই বিশাল দান পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে সে তাঁর কওমের কাছে গিয়ে বলল, 'হে কওম, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কেননা, মুহাম্মাদ ﷺ এমনভাবে দান করেন, যেন তাঁর শেষ হয়ে যাওয়ার ভয় নেই। যদি কোনো ব্যক্তি দুনিয়ার লোভে তাঁর নিকট আসে, তবু দিন শেষে ইসলাম তার কাছে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে প্রিয় মনে হবে।'[২]

দুই.

সিরাতুন নবি অধ্যয়ন পুরো দীনকে বুঝতে সাহায্য করবে। এর মাধ্যমে একজন মুসলমান আকিদা, আহকাম, আখলাকসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করবে। রাসুল ﷺ নবুওয়াতি জীবনের শুরুতে শুধু তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। এরপর পর্যায়ক্রমে শরিয়তের বিধিবিধান অবতীর্ণ হয়েছে। সিরাত অধ্যয়ন এই তাওহিদ-আকায়িদের বিশ্লেষণ, শরিয়তের বিধিবিধান অবতরণের প্রেক্ষাপট ও পর্যায়ক্রম এবং দীনের 'আমলি' রূপ উন্মোচন করবে। কারণ, এতে সন্দেহ নেই যে, রাসুল ﷺ-এর জীবন হচ্ছে ইসলামের সকল মূলনীতির সর্বোত্তম প্রকাশিত রূপ। এ জন্য ইমাম সুফিয়ান সাওরি রাহ. বলেন, 'রাসুল ﷺ-এর জীবন হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার মাপকাঠি। যা তার আদর্শের সঙ্গে মিল হবে তা হক; আর যা বিপরীত হবে তা বাতিল'।'[৩]

---

[২] *মুসনাদু আহমাদ।*

[৩] *আল জামে লিল বাগদাদি।*

তিন.

সিরাতুন নবি অধ্যয়ন পবিত্র কুরআন বুঝতে ও তাঁর নিগূঢ় তত্ত্ব-রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করে। কেননা, কুরআনের বহু আয়াতের ব্যাখ্যা রাসুল ﷺ-এর জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। বিশেষত 'আসবাবুন নুজুল'-এর সঙ্গে সিরাতের গভীরতম সম্পর্ক রয়েছে। তাই তাফসিরুল কুরআনের জন্য সিরার বিষয়ে পারদর্শিতা একটি অপরিহার্য বিষয়।

চার.

সিরাত অধ্যয়ন মানুষের অন্তরে রাসুল ﷺ-এর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের অনুভূতি সৃষ্টি করবে। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (প্রকৃত) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ-না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সমগ্র মানবজাতি থেকে প্রিয় না হই।'[৪] সিরাতের মাধ্যমে একজন মানুষ রাসুল ﷺ-এর দৈহিক-মানবিক উত্তম গুণাবলি, তাঁর ক্ষমা-সহিষ্ণুতা, ধৈর্য-ত্যাগ, উম্মতের প্রতি মায়া-মমতা ও দীন প্রচারে সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়া বিষয়ে জানতে পারবে। এভাবে তার মনে তৈরি হবে নিখাদ ভক্তি-ভালোবাসা, যেমনটি হয়েছিল সাহাবিগণের। তাঁরা রাসুল ﷺ-কে তাঁদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন।

পাঁচ.

সিরাতুন নবি অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামের দায়িগণ তালিম-তারবিয়াতের জীবন্ত উপমা লাভ করবেন। কেননা, রাসুল ﷺ তাঁর দাওয়াতের প্রসারে তালিম-তারবিয়াতের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এ ছাড়াও দাওয়াতের মূলনীতি, পর্যায়ক্রম, সশস্ত্র জিহাদের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ ও পারস্পারিক সহ-অবস্থানমূলক সফল রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতির বিশ্লেষণ সিরাতের মধ্যে রয়েছে।

কীভাবে সিরাত অধ্যয়ন করব

এ কথা স্পষ্ট যে, রাসুল ﷺ জগদ্‌বাসীর কাছে নিজেকে কোনো রাজনৈতিক নেতা, সমাজ সংস্কারক, বা মতাদর্শ-প্রচারক হিসেবে পরিচয় দেননি; বরং তাঁর সারা জীবনে তিনি এমন কোনো কাজ করেননি, যাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে কষ্ট করছেন।

তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর মানুষের কাছে নিজেকে এভাবে পরিচয় দিয়েছেন যে, তিনি

[৪] *বুখারি, মুসলিম।*

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত আখেরি তথা শেষ নবি হিসেবে আগমন করেছেন এবং পূর্ববর্তী নবিগণ তাঁদের উম্মতদের যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তিনিও তাঁর উম্মতের জন্য সেই দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। তিনি মানুষ এবং মানবীয় সকল গুণাবলি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁকে দূত হিসেবে নির্বাচন করেছেন, যাতে তিনি ওহির মাধ্যমে মানুষকে তাদের আসল পরিচয় ও পূর্বাপর জীবনের সত্যতা সম্বন্ধে অবগত করেন এবং সর্বতোভাবে এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করেন। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময় এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন যে, আল্লাহ তাঁকে যে দাওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

এখন যে ব্যক্তি নিজেকে এভাবে পরিচিত করেছেন, সে ক্ষেত্রে বিবেকের দাবি এটাই যে, আমরা তাঁর জীবনচরিত এমনভাবে অধ্যয়ন করব, যাতে তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। আর এ জন্য আমাদের তাঁর জীবনের সকল দিক নিয়ে গবেষণা করতে হবে—তবে অবশ্যই তিনি যেভাবে নিজেকে পেশ করেছেন সেই আঙ্গিকে। কেননা, এটা নিশ্চয়ই হাস্যকর যে, মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ নামীয় একজন লোক আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন এবং আমাদের সতর্ক করছেন এই বলে—'আল্লাহর কসম, তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে যেভাবে তোমরা ঘুমাও এবং পুনরুত্থিত হবে যেভাবে ঘুম থেকে জাগ্রত হও। আল্লাহর কসম, (তোমাদের জন্য রয়েছে) চিরস্থায়ী জান্নাত বা চিরস্থায়ী জাহান্নাম।' কিন্তু আমরা তাঁর ব্যক্তি ও কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁর মহত্ত্ব, পাণ্ডিত্য ইত্যাদির বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ব। এটা ওই ব্যক্তির মতোই হবে, যাকে একজন দু-রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সঠিক পথের দিশা দিচ্ছেন আর ভুল পথ থেকে সতর্ক করছেন। কিন্তু সে তাঁর কথা পালনের বদলে তাঁর পোষাক-আষাক, বাচনভঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হয়ে গেল।

সিরাত অধ্যয়নের সঠিক পদ্ধতি এটাই যে, আমরা রাসুল ﷺ-এর জীবনের সকল দিক অধ্যয়ন করব; তাঁর জন্ম ও জন্মকাল, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবন, স্বভাব-চরিত্র, শত্রু-মিত্রের সঙ্গে তাঁর আচরণ, দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি তাঁর মনোভাব সবকিছু। এই অধ্যয়ন হতে হবে 'সনদ' ও 'মতন'-এর শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য প্রণীত 'ইলমুল মুসতালাহ' ও 'ইলমুল জারহ ওয়াত্তাদিল'শাস্ত্রের মূলনীতির আলোকে এবং সত্য-ন্যায়ের সন্ধানে।

এই অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য নবি ছিলেন। তিনি নিজের মনগড়া কোনো শরিয়ত নিয়ে আসেননি; বরং আল্লাহপ্রদত্ত শরিয়ত পূর্ণাঙ্গরূপে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে এই

শরিয়ত পালনে আমাদের দায়বদ্ধতা অনুধাবন করতে পারব।

এ ছাড়াও এই অধ্যয়নের মাধ্যমে এ স্থির বিশ্বাসে উপনীত হব যে, তিনি সর্বদা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁর সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাঁকে অসংখ্য মুজিজা দান করেছিলেন, যার প্রধান হচ্ছে আল কুরআন।

উল্লেখ্য, উনিশ শতকের শেষার্ধে উপনিবেশ পরবর্তীকালে পশ্চিমা আদর্শে বিশ্বাসী (তাদের মদদপুষ্ট) গবেষকেরা ধর্মীয় সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। তাদের লক্ষ্য ছিল ইসলামের সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের আলোকে করা এবং এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক সবকিছু অস্বীকার করা। ফলে ইতিহাস বিশেষ সিরাত রচনার ক্ষেত্রে তারা 'ইলমুল মুসতালাহ' ও 'ইলমুল জারহ ওয়াত্তাদিল'-এর বদলে নিজেদের মনগড়া বৈজ্ঞানিক নীতিমালা অনুসরণ করেছে। সেই ভিত্তিতে 'মুজিজাত' ও 'সামইয়্যাত' অধ্যায়ের বিরাট অংশ শুধু বিবেক-বিরুদ্ধ হওয়ার অজুহাতে বাদ দিয়ে দিয়েছে এবং 'নবুওয়াত', 'রিসালাত', 'ওহি' ইত্যাদি বিশেষণ (যা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিত্বের প্রধান গুণাবলি) এগুলোর পরিবর্তে 'মহামানব', 'অকুতভয় সেনানায়ক', 'দিগ্‌বিজয়ী বীর' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করতে শুরু করেছে। অথচ কোনো মুসলমানের একমুহূর্তের জন্যও এ কথা ভাবা উচিৎ নয় যে, রাসুল ﷺ শুধু একজন 'অকুতভয় সেনানায়ক', 'দিগ্‌বিজয়ী বীর' বা 'চতুর বুদ্ধিমান' মানুষ ছিলেন। কারণ, এই ভাবনা রাসুল ﷺ-এর জীবনে প্রমাণিত সকল সত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। কেননা, এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, রাসুল ﷺ যদিও সকল দৈহিক, মানবিক ও আত্মিক গুণাবলির আধার ছিলেন। কিন্তু এসবের উৎস যে সত্য তা হলো, তিনি আল্লাহপ্রেরিত নবি ছিলেন। তাই মূলকে বাদ দিয়ে শাখার আলোচনা অনর্থক কাজ ব্যতীত কিছুই নয়। এ জাতীয় লেখকদের রচিত সিরাতগ্রন্থ পাঠে অবশ্যই সতর্কতা কাম্য।

শেষ কথা

মাওলানা মনযূর নোমানি একটি সিরাত মাহফিলে তাঁর বক্তব্য এই কথা দিয়েই শেষ করেছিলেন—'আল্লাহ তাআলার পয়গম্বরগণের ও পৃথিবীর আধ্যাত্মিক রাহবারদের মধ্যে একমাত্র নবিজির ব্যক্তিত্বই এমন, যাঁর জীবনের ছোটবড় ঘটনাবলি এবং শিক্ষা ও নির্দেশনা এতটা বিস্তারিতভাবে এবং এত নির্ভরযোগ্য পন্থায় ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং এমনভাবে রেকর্ড করা হয়েছে যে, আমার ও আপনার জন্য আজ তাঁর পবিত্র জীবন-চরিতের অধ্যয়ন সেভাবেই সম্ভব, যেভাবে তাঁর প্রতিবেশী ও সাহাবিগণ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর জীবন-চরিত অবলোকন করেছিলেন।

এই মুহূর্তে কোনো ধরনের রাখঢাকা ছাড়া স্পষ্ট বলে দেওয়াই ভালো মনে করি যে, রাসুল ﷺ এর পবিত্র জীবনচরিত ও তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে যে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সংরক্ষিত আছে, আমি নিজে যখন তা অধ্যায়ন করি, তখন আমার মনে হয়, আমি যেন তাঁকে, তাঁর সমস্ত ব্যস্ততা ও তাঁর গোটা পরিবেশকে নিজ চোখে দেখছি এবং তাঁর অমীয় বাণীসমূহ নিজ কানে শুনছি।

আমি হলফ করে বলতে পারি যে, যাদের সঙ্গে আমার চলাফেরা ও উঠাবসা হয়েছে, তাদেরও এতটা জানি না, যতটা নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের মাধ্যমে প্রিয় নবিজিকে জানি। আপনারাও বিশুদ্ধ নিয়তে পবিত্র সিরাত ও তার শিক্ষা অধ্যয়ন করলে আপনাদেরও একই অনুভূতি হবে ইনশাআল্লাহ।'

করজে হাসানা গ্রুপের পক্ষে
রিদওয়ান হাসান
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

সূচি

প্রথম অধ্যায়

নবিজির বংশপরিচয় ১৭
জন্মকাল, স্থান এবং পিতার মৃত্যু ১৮
দুধপান এবং তখনকার ঘটনাপ্রবাহ ১৯
বক্ষবিদারণ এবং মায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন ২০
মায়ের ইনতিকাল এবং দাদা ও চাচার প্রতিপালন ২১
চাচার সঙ্গে সিরিয়ার পথে নবিজি ২২
দ্বিতীয়বার সিরিয়ায় যাত্রা ২৪
খাদিজার সঙ্গে বিয়ে ২৫
নবিজির অন্যান্য স্ত্রী এবং চাচা ও ফুফু ২৬
কাবাঘরের সংস্কারকাজে নবিজির অংশগ্রহণ ২৮
নবুওয়াতের আগে নবিজির জীবনযাপন ৩০
নবুওয়াতের পূর্বে আল্লাহ যা দিয়ে নবিজিকে সম্মানিত করেন ৩২
নবুওয়াতের পূর্বে নবিজির ইবাদত ৩৩
নবিজির নবুওয়াতপ্রাপ্তি ৩৪
গোপনে ইসলামের দাওয়াত ৩৭
প্রকাশ্যে দাওয়াত ৪০
সাহাবিদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের নির্দেশ ৪৬
আবিসিনিয়ায় কুরাইশদের নতুন ষড়যন্ত্র ৪৮
অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তিলাভ ৪৯
নবিজির শোকের বছর ৫১
তায়েফ হিজরত ৫৩
আকাবায় মদিনাবাসীদের প্রথম বায়আত ৫৫
আকাবায় মদিনাবাসীদের দ্বিতীয় বায়আত ৫৭

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত ৫৯
মসজিদে নববি প্রতিষ্ঠা ৬৪
মুহাজির-আনসার ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ৬৬
ঐতিহাসিক মদিনা-সনদের প্রবর্তন ৬৭
ইসরা ও মিরাজ ৬৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

গাজওয়ার কারণসমূহ এবং জিহাদের অনুমোদন ৭২
বদরযুদ্ধ ৭৯
উহুদযুদ্ধ ৮৩
খন্দক অথবা আহজাবযুদ্ধ ৮৭
হুদায়বিয়ার যুদ্ধ ও সন্ধি ৯০
হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বিশ্বের রাজা-বাদশাহদের কাছে নবিজির পত্র প্রেরণ ৯৩
খায়বারযুদ্ধ এবং বিষমিশ্রিত বকরির গোস্ত ভক্ষণ ৯৭
ফাদাক বিজয় ৯৯
আবিসিনিয়ার অবশিষ্ট মুহাজিরদের মদিনায় প্রত্যাবর্তন ১০০
কাজা উমরা পালন ১০১
মুতারযুদ্ধ ১০২
মক্কা বিজয় ১০৩
হুনাইনযুদ্ধ ১০৭
তাবুকযুদ্ধ ১০৯
দাওয়াতের ফলাফল ১১০
বিদায়হজ ১১৩
নবিজির দেহাবয়ব ও গুণাবলি ১১৫
নবিজির অসুস্থতা এবং ইনতিকাল ১১৭